পদচিহ্নকুশলী

হিল্লোল রায়

ফুল তুলতে গিয়েছিলাম ধোঁয়াশা ভোরের বেলা,
প্রকৃতি টানেই মাতাল হলো প্রকৃতি মায়ের ছেলা!
জবার দিকে হাত বাড়াতেই মাধবী দিলো ডাক-
দৃষ্টি আমি হারাই ভুলে, লাগলো মনে তাক!
হাসনুহানার বুকের মাঝে লুকিয়ে ছিলো অলি,
সোহাগ ভরে বল্লো আমায় "আজকে আমি চলি"!
জুঁই এর শাখা স্বল্প নুয়ে দিলো কুঁড়ির পরশ-
হলেম আমি আত্মহারা, মনটা হলো সরস!
মালতী লতায় ব্যস্ত ছিলো ছোট্ট ফড়িংগুলো,
হঠাৎ করে উড়তে গিয়ে মাখলো ডানায় ধুলো!
মোটা গলায় হাঁকলো পেঁচা ভোরের আলো দেখে,
প্রজাপতিরাও পথ হারালো ফুলের রেণু মেখে!
হরেক রকম কিচির মিচির আসছে কানে ভেসে,
কাঠবেড়ালী ডাকলো আমায় মুচকি হাসি হেসে!
গুবরে পোকা লুকায় মাথা সবুজ পাতার তলে,
ফিঙে পাখির নাচার কারণ প্রেমালাপের ফলে!
বাবুইগুলো তালগাছেতে বাঁধছে নতুন বাসা,
জোনাকির আলো ধোঁয়াশা ভোরে দেখতে লাগে খাসা!
গাইছে কোকিল ক্লান্ত সুরে কোকিলাকে পেতে,
সংগীহীনা হয়েই সে যে দুঃখে আছে মেতে!
শেয়ালগুলো ডাকছে বসে করুণ হুক্কা হুয়া,
তাই না শুনে ভোরের বেলায় উঠলো ঢেঁকুর চুয়া!
মাকড়সারা বুনছে জাল ধরতে মাছি-পোকা,
ভুলক্রমে পড়লে ফাঁদে খাবেই তারা ধোঁকা!
সূর্য্যিমামার আলো হঠাৎ ঠিকরে পড়ে গাছে,
ধড়ফড়িয়ে চোখটা খুলি 'শান্তিনীড়'এর কাছে!
স্বপ্নে আমি গিয়েছিলাম প্রকৃতি মায়ের কোলে,
হৃদয় বীণা আজও আমার তার হাতেতেই দোলে!

পড়ছে মনে আমবাগানে বাদলা দিনের বাজ,
আদুল গায়ে শিল কুড়াতাম তুচ্ছ করে লাজ!
প্রকৃতি মা-এর বুকের পরে ফেলেছি শত ধাপ,
এখন আমি বেড়াই খুঁজে হারানো পায়ের ছাপ!
ডালাসবাসী হওয়ার ফলে প্রকৃতি গেছি ভুলে,
জ্যান্ত মানব 'রোবট' আমার জট বেঁধেছে চুলে!
আমার হালের কুশল জানেন দেশের প্রকৃতি মা,
হারানো পায়ের চিহ্ন যেথা পড়ছে চাপা ধামা!
প্রবাসী মন ডুকরে কাঁদে কৃত্রিমতার চাপে,
প্রকৃতি এখন ঠাঁই পেয়েছে চশমা রাখার খাপে!
তাই হরেক রকম প্রশ্ন আসে, মন যে কুতূহলী-
সংগী আমার স্মৃতির পাতা, পদচিহ্নকুশলী!!

শান্তিনীড়
মে ১৭, ১৯৯৪